মিডওয়েস্টার্ন মসজিদ মুসলমানদের আধ্যাত্মিক আবাস

লি টারহিউন
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ২৪শে সেপ্টেম্বর-- আইওয়া অঙ্গরাজ্যের অ্যামিস নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে নীল গম্বুজওয়ালা একটা সাদাসিধে ভবন। এর নাম দারুল আরকাম ইসলামিক সেন্টার। শান্ত নিরিবিলি জায়গায় অবস্থিত মসজিদটি অ্যামিসের 'স্টেট ইউনিভার্সিটি অব আইওয়া' থেকে বেশি দুরে নয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকরা এতে নামাজ আদায় করে।

মসজিদটির সহ-সভাপতি সেলিম বেগ বলেন, অ্যামিসে প্রায় ৫০০ মুসলমান আছে। সেন্টারের প্রায় ১২০জন স্থায়ী সদস্য আছে। জামাত মুল মসজিদ এলাকা ছাড়িয়ে গেছে এবং তহবিল ওঠানোর কাজও শুরু হয়েছে।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার মাত্র দুই মাস পর সে বছরই নভেম্বরে নতুন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে এবং উদ্বোধন করা হয়েছে। সময়টা ছিল নাজুক, তবু স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য মসজিদের দুয়ার খুলে দেওয়া হয়।

বেগ বলেন, "উদ্বোধনের দিনে প্রায় দুই হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল।" লোকজনের আগ্রহ এর প্রতি বাড়তেই থাকে। বেগ বলেন, "আমরা মানুষকে দাওয়াত করি এবং আমাদের ভবন সবার জন্য উন্মুক্তই থাকে। অনেক লোকই আসে। তাদের কেউ কেউ খুব কৌতুহলী।"

প্রথম দিকে কিছু কিছু প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে বাধা এসেছিল। তারা উদ্বিগ্ন ছিল যে এতে যান চলাচল বেড়ে যাবে। কিন্তু সাধারণভাবে অ্যামিস-বাসী মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পকে সমর্থন করে। সিটি কাউন্সিল এর পক্ষে ভোট দেয়। এমনকি পুলিশ প্রধান শুক্রবারে জুমার নামাজের সময় বক্তব্য রাখেন।

তার উদ্ধৃতি দিয়ে বেগ বলেন, "তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে কোনো সমস্যা হবে না: 'সমস্যা হলে আমাদেরকে জানাবেন'।" বেগ এবং অ্যামিস মসজিদের অন্যান্য সদস্যরা সম্প্রতি 'ইউএসইনফো'-এর সাথে কথা বলেন।

সেন্টারের কর্মকাণ্ডের সাথে আন্তঃধর্ম সংলাপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মসজিদের দীর্ঘকালীন সদস্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শক ওয়াদ্দাহ্ আকিলি বলেন, তিনি অ্যামিস ইন্টারফেইথ কাউন্সিল বৈঠকে উপস্থিত হন সেতু বন্ধন তৈরি করতে এবং একে অন্যের অবস্থান বুঝতে চেষ্টা করতে। মাসিক বৈঠকে বিভিন্ন ধর্মীয়

গোষ্ঠী যোগদান করে। তিনি আরো বলেন, কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সুরাহা করার চেষ্টা করার আগে আমরা একে অন্যকে প্রথমে জানার চেষ্টা করি।

দারুল আরকামের জুমার খতিব 'দে মইন ইসলামিক সেন্টারে'র ইমাম ইব্রাহীম ড্রিমালি ইসলাম বিষয়ক চার-দিনের একটি কোর্সের কথা উল্লেখ করেন। সমঝোতা ও সংলাপ উৎসাহিত করতে আইওয়ার বিভিন্ন গীর্জায় তিনি এই কোর্স পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা ধর্মীয় সব বিষয় নিয়ে একত্রে আলোচনা করি। সত্যি বলতে কি, আমার প্রধান কাজ হল মুসলমান ও অ-মুসলমানদের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করা।"

রাজনীতি ও গোষ্ঠী

পাকিস্তানের নাগরিক সালমান মাকসুদ আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে আগ্রহী। তিনি বলেন, "আমাদের অধিকাংশই আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানকার সমাজে তথাকথিত গণতন্ত্র আছে, কিন্তু সংস্কৃতিতে ততটা নেই। তাই লোকজন সত্যিকার অর্থে জানে না গণতন্ত্র কি জিনিস।"

ড্রেমালি, যিনি বিশ বছর ধরে আমেরিকায় বসবাস করছেন, বলেন, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে মুসলিম সম্প্রদায় রাজনীতিতে আরো বেশি জড়িত হয়ে গেছে।

মাকসুদ মনে করেন, ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে তাদেরও কণ্ঠস্বর থাকতে হবে, মানুষকে জানাতে হবে যে তাদের ধর্ম হল আমরা যারা তাই; আমরা সন্ত্রাসী নই।

মাকসুদ বিশ্বাস করেন যে আমেরিকায় থেকে তার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস আরো বেশি উপকৃত হয়েছে। পাকিস্তানের মত এখানে সর্বত্র মসজিদ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় আজানের ধ্বনি শোনা যায় না। তিনি বলেন, "আপনাকে এলার্ম নিয়ে রাখতে হবে, যাতে আপনি নামাজের কথা ভুলে না যান। পাকিস্তানে কেউ আমাকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করেনি কেন আমি নামাজ পড়ি, কেন রোজা রাখি। এখন আমাকে সময়সময় চিন্তা-গবেষণা করতে হয় এবং উত্তর খুঁজে বের করতে হয় যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে। আমি অন্তত বলতে পারি আমার ধর্ম-বিশ্বাস কি, এর পেছনে কারণ কি।"

যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তারা সকলেই মনে করে আইওয়ায় মুসলমানদের গ্রহণযোগ্যতা আছে। কোনো ভুল বোঝাবুঝি হলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সাধারণত তা নিরসন করা হয়।

মসজিদ স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল নারমিন সাবরি বলেন, আমি যদি মুসলিম হিসেবে আমার ধর্ম পালন করতে চাই, তাহলে আমেরিকায় আমি তা করতে পারি। যেসব পিতামাতারা সন্তানদের ইসলামি মুল্যবোধ নিয়ে উদ্বিগ্ন, তারা সন্তানদেরকে আরবি, কোরআন ও ইসলামের মৌলিক বিষয় শেখাতে পাঠায়। অনেক আমেরিকান ও ইসলামি মুল্যবোধ একই। আমরা আমাদের সন্তানদের গড়ে তুলি সৎ হওয়ার জন্য, মিথ্যা না বলার জন্য ভালো হওয়ার জন্য। তবে পোশাক ও আচরণ নিয়ে ধারণাগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তার মেয়ে হেবা বলে, আমি হিজাব পালন করি। আমার বন্ধু-বান্ধবরা এই ভিন্ন নীতি গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমন ধরুন, স্কুল নৃত্যে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। এটা আমি মানুষকে বুঝিয়ে বলি, আর তারাও তা গ্রহণ করে। তারা বলে, "তুমি যদি একে ভালো মনে কর, তাহলে তাই ভালো।" যখন হেবা হাই স্কুল ট্র্যাক টিমে প্রতিযোগিতা করেছে, তখন ট্র্যাক এসোসিয়েশন তাকে প্রতিযোগিতার সময় ইসলামি পোশাক পরার অনুমতি দেয়।

ইরানি ডাক্তার মারজান, যিনি ক্যানসার থেরাপি নিয়ে গবেষণা করছেন, বলেন, তিনি ও তার বন্ধুরা মনে করেন আমেরিকানদের আচার-ব্যবহার একজন সত্যিকার মুসলমানের যেমন হওয়া উচিত অনেকটাই তেমন। সততা, সমীহ ও সহিষ্ণুতার মত গুণাবলির কথা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, "অনেক আমেরিকানই ইসলাম, সত্যিকার ইসলাম চর্চা করে।"

জামাতে অংশগ্রহণকারী অনেক আমেরিকান ধর্মান্তরিত মুসলিমদের একজন বেথ সার্মিন। তিনি আন্তঃধর্ম সংক্রান্ত বাইরের কর্মসূচি আয়োজন করেন। তিনি বলেন, "মানুষ উপলব্ধি করেছে যে সহিষ্ণুতাই শ্রেষ্ঠ পন্থা যাতে প্রত্যেকে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।"

এই মসজিদ সম্পর্কে আরো জানতে এর ওয়েব সাইট (http://www.arqum.org/index.cfm) দেখা যেতে পারে।

==========

**(ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা। ওয়েবসাইট: http://usinfo.state.gov)*

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov*) *যোগাযোগ করুন।*